সম্পাদকীয় ভূমিকা

হাওরের মহাবিপর্যয়ের মধ্যেই সর্বজনকথা একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। সুন্দরবন বিনাশী প্রকল্পসহ জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও পরিবেশবিধ্বংসী নানা প্রকল্প নিয়ে সরকারের বেপরোয়া যাত্রা, রানাপ্লাজা টাম্পাকোর নিষ্ঠুর পর্বের জের, রোমেল হত্যা ও লাশ পুড়ানো, কল্পনা তনু ত্বকীর খুনিদের সদম্ভ ক্ষমতাচর্চা, ক্রসফায়ার বন্দুকযুদ্ধ নামে বিচারবিহীন হত্যাকান্ড, প্রতিদিনের নাগরিক দুর্দশা তৈরি করে মুনাফা সন্ধানের নির্লজ্জ তৎপরতা, দখল লুটপাট অর্থ পাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার সাথে আপোষ করে ক্ষমতার ভিত্তি শক্ত করার চেষ্টা, যৌন নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের চাপে মানুষের নির্মম জীবনক্ষয়,ভারত বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল পুঁজিপন্থী গোষ্ঠীসমূহের শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদির অবিরাম আঘাত আমাদের অর্থাৎ সর্বজনের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি যারা সত্যিই বদলাতে চান তাদের নিয়ে তাদের জন্য সর্বজনকথায় এই সময় বিশ্লেষণের চেষ্টাই থাকছে বারবার। এই সংখ্যাতেও তা অটুট আছে।

বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবন ও শ্রম পরিস্থিতি, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিকের জীবনকথা, ন্যুনতম মজুরি বিষয়ে বিভিন্ন সংগঠনের ভাষ্য, শ্রমিকদের অকাল মৃত্যুর পরিসংখ্যান, মালিক ও রাষ্ট্রের ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে একাধিক লেখা প্রকাশিত হলো এই সংখ্যায়। এর পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ভারতের দিল্লীর বস্তি ও বস্তিবাসীর জীবন, উচ্ছেদ, তাদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি ও সমাজভাবনা বিষয়ক অনুসন্ধানমূলক একটি গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ ছাপা হলো এই সংখ্যায়।

গত কয়েক সপ্তাহে উপর্যুপরি ঢলে হাওর অঞ্চল এক অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখিন হযেছে। 'হাওরের বাস্তুসংস্থান ও খাদ্যশৃঙ্খল: ভেঙে পড়ার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধে এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটকে পুঁজি করে এই খাতের ওপর কতিপয় বৃহৎ দেশিবিদেশি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব বাড়ানো আর তাদের মুনাফার আকার অবিশ্বাস্যমাত্রায় নিশ্চিত করার যে নীতিতে সরকার চলছে তারই কাগুজে প্রকাশ সরকারের 'পাওয়ার সেক্টর মাস্টারপ্যান (পিএসএমপি) ২০১৬'। এই কারণে ভুল তথ্য, চালাকি আর ওকালতি দিয়ে ভরা এই দলিলে হিসাবের গরমিলও অনেক। এসবেরই উন্মোচন করেছে 'পিএসএমপি ২০১৬ : গোঁজামিলে ঠাসা এক মহা দলিল' শীর্ষক প্রবন্ধ। 'ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব' বা 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি' (সংক্ষেপে CSR) নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণার পর্যালোচনা করা হয়েছে একটি প্রবন্ধে ।ভারতে খনি দূষণ নিয়ে অনুসন্ধানভিত্তিক একটি রিপোর্টের অনুবাদ ছাপা হলো এই সংখ্যায়।

কওমি শিক্ষাব্যবস্থার ডিগ্রী বিষয়ে সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশে নানামুখি বিতর্ক চলছে। আমরা মনে করি বাংলাদেশে কওমি শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ বুঝতে গত কয়েক শতকে তার বিকাশধারা, বিভিন্ন পর্বে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে রাষ্ট্রক্ষমতার সম্পর্ক, রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতির সাথে সাথে এর পরিবর্তন ধরন পাঠ জরুরী। এই সংখ্যায় 'কওমি শিক্ষাব্যবস্থার কেবলা কোন দিকে?' শীর্ষক প্রবন্ধে এই ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে কওমি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। এছাড়া এই সংখ্যায় থাকছে 'ভারতে ক্রমবর্ধমান হিন্দুত্ববাদের বিপদ' নিয়ে একটি পর্যালোচনা।

'নকশালবাড়ি' নামটি অনেকের কাছে পরিচিত হলেও এই আন্দোলনের জন্ম ও বিকাশ, শক্তি ও সংকট নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা কমই আছে। রক্তক্ষয়ী এই আন্দোলনের শুরুর ঘটনাবলী নিয়ে একটি লেখা এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণ করা হলো কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক অনীক পত্রিকার 'নকশালবাড়ি: ৫০ বছর' বিশেষ সংখ্যা থেকে।

এবছর কার্ল মার্কসের পুঁজি প্রকাশের ১৫০ বছর। এই বছর রুশ বিপ্লবেরও শততম বার্ষিকী। মার্ক্সীয় দর্শন ও রুশ বিপ্লব পর্যালোচনায় আমরা এবছর বিশেষ মনোযোগ দেবো। সারা দুনিয়া জুড়েই এবছরে এই উপলক্ষে অনেক আলোচনা, সেমিনার, সম্মেলন, বিতর্ক ও প্রকাশনা হচ্ছে। তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য লেখা বা বক্তৃতাও আমরা বাংলাভাষায় উপস্থাপন করতে চাই। আমরা বছর জুড়েই এ সম্পর্কিত লেখা প্রকাশ করতে থাকবো। এই সংখ্যায় 'মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব' বিষয়ক একটি প্রবন্ধের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হলো।

গত সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর খবর ও পর্যালোচনা যথারীতি সংযোজিত হলো।

আনু মুহাম্মদ
৩০ এপ্রিল, ২০১৭